তিস্তা সব পারে

তপন কুমার দাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

আগুন ৯
স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ১৪
তিস্তা সব পারে ২০
শবদাহ ২৭
প্লিজ ওপেন দ্য ডোর ৩১
যাদুকর ৩৬
আয়নার বুকে ৪১
ক্লিপটোম্যানিয়া ৪৬
শেষ অধ্যায়ের আগে ৫২
বাতিপোকা ৫৮
শহীদের বউ ৬৫
কয়লা ৭০
স্বত্ব ও সত্তা ৭৫
নীল বিলীন ৮১
হেনস্থা ৮৭
গোয়ালডাঙার চম্পাবতী ৯৩
দাবার ঘুঁটি ৯৮
শিকড় ১০৪
নষ্ট সময় ১০৯
আজ শুক্রবার ১১৬
শঙ্খিনী ১১২
ওষুধ ১২৫
চিড় ১৩১
বক-বকম ১৩৬
সনদ ১৪০

আগুন

বড় পাপ। দেমাকের পাপ। সাদা তুলোর চুলে মাথা নাড়ায় কবরেজ খুড়ো, তাও যদি প্যাটে বিদ্যে আর ঘটে বুদ্ধি থাকতো? আমি আর কি কত্তি পারি বল — 'ভগবানের মার, দুয়োরের বার, তুই বরং পুরুত মশায়ের কাছে যা। শান্তি স্বত্যয়ণ করলি যদি কিছু হয়। ওঝার কাছেও যাতি পারিস, যদি ভূতি-টুতি ধরে থাকে— ছাইড়ে দেবে।'

কবরেজ খুড়োর কথায় জবাব না দিয়ে হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে বুধন, কয়েক পুরিয়া ওষুধের আশায়। টাকা তো কম নেয়নি। অথচ সারা তো দুরের কথা — অসুখ বেড়েই চলেছে দিন দিন। ওর মা মরেছে কয়েক সাল আগে। শোকের চোখটা ঝাপসা হতে হতে এখন কালো গোল গোল হয়ে গেছে। টাটকা মনে আছে শুধু বাপের কথা। বাপ তো নয়, যেন বাবা-মা দুইই।

তিন কুড়ির বেশি বয়স হলেও তাগড়া জোয়ান ছিলো বাপটা। মুনিশের কাজ করতো রাজমিস্ত্রির সঙ্গে। কড়াই কড়াই সিমেন্ট বালি আর ইটের পাঁজা তর তর করে তুলে দিতো মাচানের উপর। একটুও হাঁপাতো না। সেদিন যে কি হলো — দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বুধন। বাপ বেটা একসাথে কাজ করছিলো ভোলা মিস্ত্রির সঙ্গে। মাথায় গাঁথনির ইট সুদ্ধ এক চক্করে ঘুরে নিচে পড়ে গেছিলো বাপটা। কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি। পাঁচ পাঁচ খানা মাথার ইট ছিটকে সরে গেছিলো অনেক দূরে। এই কবরেজ খুড়োকেই ডেকে নিয়ে গেছিলো রামবাবুর বড় ছেলে। সেদিনের সেই ডান হাতে নাড়ি টিপে বা হাত তুলে কবরেজ খুড়োর দেওয়া নিদান এখনও কানে বাজে বুধনের। হাউহাউ কান্নায় সে লুটিয়ে পড়েছিলো বাপের মরা বুকের উপর। পঞ্চাশ টাকার একখানা নোট বুধনের হাতে গুঁজে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলো রামবাবুর বড়ছেলে — সময় হলি সবাইকে যেতি হয়। তোর বাপও চলি গেল। দুঃখ করিস নে, পুরো বেলার পয়সা দিয়ে আধবেলায় ছুটি দিয়ে দেলাম। লাশটারে নে বাড়ি যা — সৎকার করগে...।

গোল গোল করুণ চোখে তাকিয়ে ছিলো বুধন। সে চোখে চোখ রেখে হয়তো ভয় পেয়ে গেছিল রামবাবুর বড় ছেলে। আরও একটা চকচকে পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছিলো বুধনের দিকে — তোর বাবার মজুরি।

না, হাত পেতে বাবার শেষ মজুরি নিতে পারেনি বুধন। শুধু নিজের প্রাপ্য টাকাটা নিয়ে বাপের লাশ ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলো নিজেদের ঝুপড়ি-ঘেরা বস্তিতে। ওর বউয়ের হাউমাউ কান্নায় কাঠ দুপুরের চিল রোদ খানখান হয়ে গেছিল সেদিন। নিজের ছেলের চেয়েও তাকে বেশি ভালবাসতো বুধনের বাপ। ছেলে পুলে না হওয়ায় বাঁঝা বলে খোঁটা দিতো বুধনের মা। খিচ খিচ করতো উঠতে বসতে। গালমন্দ করতো। কারণে অকারণে শাপমুন্যি দিতো। ছেলের বউয়ের পক্ষে সওয়াল করে বুধনের বাপ

ঝগড়া করতো নিজের বউয়ের সঙ্গে। লোকটা কোনদিন তাকে বেটি ছাড়া ডাকতো না। সেই লোকটা চলে যাওয়ার সংবাদে হাউ মাউ করে মনের ভেতর থেকে ডুকরে উঠেছিলো বুধনের বউ। মনের আনাচ ঘিরে উথলে উঠেছিলো লোকটার সব কথা। সেবার প্রধান বাবার মেজ ছেলে তার সাঙাৎদের নিয়ে চ্যাঙদোলা করে বাঁশবাগানের আড়ালে নিয়ে গেছিলো বুধনের বউকে। ভর দুপুরবেলা। তখন বস্তির মনিষ্যিরা সব গেছলো কাজে। মুখে আচমকা লাগিয়ে দিয়েছিলো আটা মাখা কাপড়। তাই গোঙানি ছাড়া চিৎকারের শব্দ বের হয়নি ওর মুখ থেকে। বাঁশবাগানে ফেলে ওরা ওর কাপড় চোপড় ছিঁড়ে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিলো ওর শরীরটা। কালো কুচকুচে গতরে ফুটে উঠেছিলো চাপ চাপ রক্তের দাগ। বাবুর দোসর নিতাই হায়নার মত ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে দিয়েছিলো বোঁটা দরদর রক্তের ধারায় বুকের ভাসিয়ে। সে সব কথা মনে পড়লে চমকে ওঠে বুধনের বউ। রাগে ঘৃণায় শক্ত হয়ে ওঠে চোয়াল।

সন্ধের আগে, শকুনগুলো পালিয়ে যেতেই বিষ ব্যথা মাখা শরীরটাকে কোনমতে ছেঁড়া কাপড়ে জড়িয়ে ঠেলে এনে ধপ করে ফেলেছিলো কাজ ফেরত দাওয়ায় বসে থাকা বুধনের সামনে। সব শুনে চণ্ডাল রাগে উন্মাদ বুধন, রান্না করার চেলা কাঠে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছিলো বউয়ের। ছেনাল মাগি, বাবুদের সঙ্গে মারাবার সখ। বেইরে যা আমার ছায়া থেকে। গাছে ঝুলে মরগে। হাপুস নয়নে আবার আদিখ্যেতা করতিছে।

ভর সন্ধের অন্ধকার হাতড়ে কোনমতে বুধনের মারের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেছিলো সে। পড়শিরা পরামর্শ দিয়েছিলো বুধনকে — ছেনাল, বাঁঝা বউকে তুই ঘরে নিস নে। বরং আর একটা বে কর।

বুইজার মরদ মরা মেয়েটার সঙ্গে তোর মানাবে ভালই।

ঝুপড়িতে ফিরে পড়শিদের কাছে সব শুনে রুখে দাঁড়িয়েছিলো বুধনের বাপ। গালমন্দ করেছিলো বুধনকে — নচ্ছার ব্যাটা। যারা ঘরের মাগ তুলে বাঁশবনে নে গেল, তাদের সঙ্গে যুঝতি পারলিনে, মর্দ্দানি দেখালি বউয়ের পিঠে চেলা কাঠ ভেঙে! রাতের ইস্কুলে পড়াশুনা শিখতি যাস না কচু —

বুধনের বাপের অমন টানটান চেহারা আর আগুন ঝরানো চোখ দেখে পালটি খেয়েছিলো পড়শিরা। তাছাড়া ওদের তল্লাটে বুধন ছাড়া আর কেউই কোন ইস্কুলে যায়নি। তাই প্রাপ্য সমীহ দিয়ে বুধনকে পরামর্শ দেয় — তুই ফাঁড়িতে যা বুধন — নালিশ কর —

কাজ ফেরত বুধনের বাপ আর একটুও অপেক্ষা করেনি। ছেলের হাত ধরে হিড় হিড় টানতে টানতে মিলিয়ে গেছিলো অমাবস্যা রাতের জোনাক জ্বলা আঁধারে। ঠিক সময় মতোই বউকে খুঁজে পেয়েছিলো বুধন। আর একটু দেরি হলেই কাঁঠাল গাছ থেকে নামাতে হতো প্রাণহীন ব্যথাহীন ঝুলন্ত দেহটা।

মাথায় হাত বুলিয়ে বেটিকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছিলো বুধনের বাপ। আর বুধন আলপথ ভেঙে সোজা পাড়ি দিয়েছিলো ফাঁড়িতে। শুকনো ধানের মোথা আর পাথুরে ফাটা মাটিতে ছড়ে কেটে একাকার হয়েছিলো ওর পা। রক্ত ঝরানো পা দাওয়ায় রাখতেই

নজরে পড়েছিলো ফাঁড়ি-কর্তাকে। তার চারপাশ গুলজার করে বসেছিলো প্রধান বাবার মেজছেলে তিন ইয়ারের সঙ্গে। নালিশ জানানোর দরকার হয়নি বুধনের । সব বুঝতে পেরেছিলো সে। শুধু হাত দুটো শক্ত করে চোয়ালে চোয়াল রেখে দাঁত চেপে ফিরে এসেছিলো। মনে মনে ভেবেছিলো — কোন বিচারকের দরকার নেই, সে নিজেই বিচারক হবে। বিচারক হয়ে ফাঁসির হুকুম শোনাবে আর জহ্লাদ হয়ে দু-হাতের পাঞ্জায় বানাবে ফাঁসির ফান্দা।

কিছুই অবশ্য করতে হয়নি বুধনকে। সপ্তা ঘুরতে না ঘুরতেই বাইক উল্টে প্রধান বাবার সেজ ছেলে সোজা চলে গেছিলো যমের দুয়ারে। সঙ্গে ছিলো সাকরেদ নিতাই।

'কিরে! বসে রইলি কেন?' কবরেজ খুড়োর ডাকে চমকে উঠে বুধন। 'বেলা গড়তে চল্লো। বললাম না — এ রোগ সারার নয়। পুরুত কিংবা ওঝার কাছে যা। যদি কিছু গত্যন্তর হয়।'

মাস খানেক হতে চললো — বউটা পড়েছে ধুম জ্বরে। কপালে হাত রাখা যায় না। ছেঁকা লাগে। শরীরটা দাউ দাউ আগুনের মত গরম। এ তল্লাটে শরীরের এমন গতিক হলে সবাই ছোটে রঘু ওঝার কাছে — ভূত পেত্নি তাড়াতে। নয়তো যায় পুরুত ঠাকুরের কাছে — জলপড়া তেলপড়া আনতে। কবরেজ খুড়োর কাছেও কেউ কেউ আসে — যাদের পুরিয়া কিনে ওড়াবার মত পয়সা আছে তারা। বুধনের পয়সা নেই কিন্তু বউয়ের জন্য দরদ আছে। তাছাড়া রতনমাস্টারের কাছে শুনেছে অসুখ হলে ওষুধ খেতে হয়। তাই ওঝা পুরুত ছেড়ে কবরেজের কাছেই এসেছে বুধন। অসুখ হওয়ার পর থেকে বউকে একা ছেড়ে কাজে কম্মেও যেতে পারছে না সে। জমানো যে কটা টাকা ছিলো ফুঁকে গেছে কবরেজ খুড়োর পুরিয়ায়। কিন্তু বউয়ের শরীরের তাপ কমেনি একটুও — এখন বলে কিনা ওঝা পুরুতের কাছে যেতে।

'দ্যাখ বুধন, দু'কলম অ আ ক খ পড়লিই কি আর বিদ্দেন হওয়া যায়? বাপ চোদ্দ পুরুষের রেয়াজ সংস্করণ মুছে ফেলা যায়?' গলায় যেন মধু ঝরে পড়ে কবরেজ খুড়োর, 'আগুন না পেয়ে তোর বাপ ভূত হয়ে বউডার ঘাড়ে চেপে বসেছে .....'

'না!' হুঙ্কার দেয় বুধন। কবরেজ খুড়োর কথা শেষ হতে পারে না। সে বুঝতে পারে এখানে বসে থেকে কোন কাজ হবে না। কবরেজের খ্যামতা নেই তাপ কমানোর। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বুধন তার টান টান শরীরটা ঠেলে দেয় পড়ন্ত রোদ গনগনে রাস্তায়।

আগুন পায়নি। আগুন শালাদের বাপের সম্পত্তি। মনে মনে বলে বুধন। শুয়োরের বাচ্চাদের না খেটে খাওয়ার ফন্দি সব। আগুন কেনার কানুন বাইনে রেখেছে।

বাপের লাশ ঘাটে আসতেই ডোম আর পুরুত মিলে আগুনের দাম হেঁকেছিলো দুশো টাকা। বাপের লাশ বাবলা কাঠের চিতের উপর রেখে, পুরুত ঠাকুরের মন্ত্র পড়া খড়ের আঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে বুধন। আর ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দেবে ডোম। এটাই ওদের জাতের নিয়ম। সেই আগুনে পুড়ে আস্ত শরীরটা কাঠকয়লা হয়ে গেলে তবে সগ্‌গে যেতে পারবে বুধনের বাপ। নয়তো ঘুরতে থাকবে ভূত হয়ে এ বাবলার ডাল থেকে ও বাবলার ডালে।

পড়শিদের চাপে পড়ে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি হয়েছিলো বুধন। হোক দেনা, বাপতো আর দু'বার মরবে না। বাদ সাধে ওই টেকো পুরুত ঠাকুর। নামাবলি গায়ে সাপটে দর হাঁকে একশো পঞ্চাশ। এক নয়া পয়সাও কম হলে মন্ত্র পড়বে না। পুরুত মন্ত্র না পড়লে আগুন জ্বালবে না ডোম। তারও শেষ কথা। ফেলে থো মরা বাপের লাশ। পচুক গলুক, শকুনি ছিঁড়ে খাক।

নিজেকে সেদিন সামলাতে পারেনি বুধন। কড় কড়ে চোখ টকটকে লাল করে চিৎকার করে উঠেছে — তোর আগুনের ইসে পেচ্ছাপ করি। বলেই কোমরে গোঁজা বিড়ি ধরনোর দেশলাই জ্বেলে দিয়েছিলো ফস্ করে হাতে খড়ের আঁটিতে। আগুন কি তোদের বাপের কেনা গোলাম? আমার কাছেও দেশলাই আছে — আগুন জ্বালতে আমিও পারি। লাভের ধন পিঁপড়ে খায় দেখে একখণ্ড পুরানো পোড়া কাট নিয়ে শেষ বারের মতো তেড়ে বাধা দিতে এসেছিলো ডোম। উল্টে বুধনের দাউ দাউ আগুন ঝরা চোখের কাছে হার মেনে গুটিয়ে গেছিলো পুরুতঠাকুরের আড়ালে। আর পুরুতঠাকুর মনে মনে লোকসানের বহর হিসেব করে ফুঁসে উঠেছিলো মুখে, সর্বনাশ হবে তোর, ওই দেমাকের আগুনে হু হু করে পুড়ে মরবি। বাপটা ভূত হয়ে ঘাড় মটকাবে। নির্ব্বংশ হবি নির্ঘাৎ।'

বুধনের ব্যাপার স্যাপার দেখে ছ'জন শবযাত্রীর দু'জন সটকে পড়েছিলো সুযোগ বুঝে। বুধনের পাপ তারা মাখতে চায় না নিজেদের গায়ে।

বাকি চারজন, কুল রাখি না শ্যাম রাখি করে শেষ পর্যন্ত থেকে গেছিলো বুধনের সঙ্গে। মনে মনে বলেছিলো — সাহস আছে বটে বুধনের । আগুন না কিনেই পুড়িয়ে ছাড়লো বাপকে। তা সত্ত্বেও মনের ধন্ধ কাটে না। ওরাও তো বুধনের জাত ভাই। পুরুতের কথামতো আগুন না কেনার পাপ বুধনের লাগলে ওরাও কি রেহাই পাবে। মুখে যতই বুধনের পাশে থাকুক না কেন — মনে মনে হাজার হাজার বার মাথা ঠোকে ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে। মানত করে, বুধন এমনটা করবে জানলে হয়তো আসতো না। দেবতা গো রক্ষে করো।

এ নিয়ে পঞ্চায়েত মিটিন করেছে। মন্তর ছাড়া আগুনে বাপকে পোড়াবার দায়ে দোষী করা হয়েছে বুধনকে। বাপের শ্রাদ্ধ করেনি পুরুতঠাকুর। পড়শিরা আসেনি হাঁড়িয়া খেতে। যদি বুধনের বাপ ভূত হয়ে এসে ঘাড় মটকায় — সেই ভয়ে। কেউ না আসুক — রতন মাস্টার এসেছিলো। আর বুধন ভর সন্ধেবেলা মনে মনে বাপের উদ্দেশে বলেছিলো — তুই কিছু মনে করিস নে বাপ। ওসব আদিখ্যেতা আমার ধাতে সয় না।

ভালই চলছিলো। ঠিকঠাক। নিজের গ্রাম ছেড়ে সকালবেলা মাগভাতার মিলে চলে যেত অন্য গ্রামে। হীরামিস্ত্রির সঙ্গে মন দিয়ে কাজ করতো সারাটা দিন। বাড়ি ফিরে কখনও সখনও চলে যেত রতন মাস্টারের দাওয়ায় রাতের ইস্কুলে — হিসেবের অঙ্ক শিখতে। পড়শি মরদগুলো নাক কুচকে মুখ ফেরাত — দেমাক হয়েছে বটে বুধনের।

হঠাৎ বউটা বিছানায় পড়তেই সব ওলট পালট হয়ে গেল। কবরেজ খুড়োর পুরিয়াও আজ থেকে বন্ধ। এখন কি করবে ভাবতে পারে না বুধন। কোথায় যাবে। কাকে বলবে বউয়ের অসুখের কথা। বলেই বা কি লাভ হবে — সবাই বাপ পোড়ানোর আগুন নিয়ে

খোঁটা দেবে। ধম্মো দেখাবে । কি এমন অপরাধ করেছে সে। মনগড়া রেয়াজের খড়ের আঁটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুন নিয়ে মিছিমিছি ব্যবসা করা বন্ধ করতে চেয়েছে। অথচ যাদের জন্য এই আগুন জ্বালা, তার নিজের জাতের লোকেরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। একবারও বউটার খবর জানতে চায় না — যদি ভূতে ধরে সেই ভয়ে। কিছু একটা করতেই হবে। নিজেকে শক্ত করে বুধন। সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে ভূত টুত সব মনগড়া কথার কথা। আসলে মানুষের শরীর খারাপ হলে গায়ের তাপ বাড়ে — চামড়া জ্বালানো তাপ।

'কিরে দাওয়ায় যাসনে কেন?' রতন মাস্টারের কথায় সম্বিত ফিরে পায় বুধন। সমস্যার অকূল পাথারে পড়ে যে লোকটাকে মনের অজান্তে খুঁজছিলো তাকে সামনে দেখে শত দুঃখের মধ্যেও আনন্দে চিক চিক করে ওঠে ওর দু চোখ!

'তোর বাড়ি গেছলাম। বউটার ম্যালেরিয়া হয়েছে। চিকিৎসে করাচ্ছিস না ক্যান? জানতে চায় রতন মাস্টার ।'

'কবরেজ খুড়ো যে বললো ভূতি পেয়েছে। ওসুধে কাজ হবেনি।' মিনমিন করে বুধন, 'বউটারে নাকি ওঝা পুরুত করাতি হবে।'

হো হো করে হেসে ওঠে রতন মাস্টার। বুধন বেশ বুঝতে পারে সে হাসির তির কার দিকে। কোনো জবাব না দিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে।

'কাল সকালে একটা ভ্যান রিক্সা ডেকে বউকে নিয়ে সদর হাসপাতালে চইলে যা।' বুধনের ঘাম চকচকে উলঙ্গ কাঁধে হাত রেখে পরামর্শ দেয় রতন মাস্টার। 'জানিস নে, গরমেন্ট বিনি পয়সায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করায়।'

'বউটা তালি বেঁচে যাবে মাস্টার!' অবাক হয় বুধন।

'অবশ্যিই।' বুধনের মনে জোর আনতে ওর কাঁধে চাপ দেয় রতন মাস্টার। 'আজই বরং গুলুয়ারে বলে রাখ — ভোর হতি না হতি যেন ভ্যান নিয়ে চলে আসে। আমিও যাবানে তোর সঙ্গে।'

বুধন কিছু বলার আগেই উল্টো দিকে হাঁটা দেয় রতন মাস্টার। এই এক দোষ। কোন কথা শেষ করে না। তাই সবাই পাগলা রতন বলে। তা বলুক— বুধনের কাছে সে ভগবান। কবরেজ খুড়োদের ভগবান যদি আকাশে থাকে তাহলে বুধনের ভগবান আছে এই মাটিতে — পাগলা রতনের রূপে।

রতন মাস্টারের চলে যাবার পথের দিকে অবাক চেয়ে থাকে বুধন। বউকে ঘিরে এতদিনের চিন্তা যেন হাল্কা হয়। মনে মনে মাথা নাড়ে সে — অস্ফুটে বলে — বলেছিলাম না ভূত টুত কিছু না — বউটার অসুখ করিছে — কি যেন অসুখটার নাম? একটু আগেই বলেই গেল রতন মাস্টার — মনে করার চেষ্টা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে।